ব্রিফিং নোট

মে ২০২৪

৮

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

Funded by the European Union

Global Gateway

জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজি'র মূল দর্শনই হচ্ছে 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না'। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তা হলো হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ বা সমগ্র সমাজ পদ্ধতি। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া এবং তা ব্যবহারের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে জাতীয় বাজেট। এই বাজেট মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারছে, তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। যাদেরকে উদ্দেশ্য করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তারা বাজেট থেকে সুফল পাচ্ছেন কি না এবং স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা জরুরি। বাজেটের আওতায় শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বরাদ্দের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছে কি না, শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল টার্গেট গ্রুপ সঠিকভাবে পেল কি না, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের কারিগরি শিক্ষার কার্যকারিতা মূল্যায়নের অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবর সিপিডি'র উদ্যোগে ও নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এর সহযোগিতায় সুনামগঞ্জে 'যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থানীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক এক সংলাপের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, নারী উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ এ সংলাপে অংশ নেন।

সাতক্ষীরা সংলাপ

উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই

প্রারম্ভিক আলোচনা

প্রারম্ভিক আলোচনায় সভাপ্রধান উল্লেখ করেন, একসময় প্রাথমিক শিক্ষায় সার্বিক অন্তর্ভুক্তি অনেক কম ছিল। ধীরে ধীরে তা শতভাগে উন্নীত হয়েছে। তবে এর মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতাও অনেক বেশি। তা সত্ত্¡ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যারা চাকরির বাজারে ঢোকেন, তাদের অর্জিত ডিগ্রির মানদন্ড অনুযায়ী লব্ধ জ্ঞানের বিষয়ে নিয়োগকর্তারা সন্তুষ্ট নন। এখানে শিক্ষার গুণগত মানের প্রশ্ন আছে। ঢাকা শহরে অনেক আছেন শিক্ষিত (ডিগ্রিধারী), কিন্তু তারা চাকরি পাচ্ছেন না। অন্যদিকে দেশের ব্যক্তি খাতে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বর্তমানে অনেক বিদেশি কাজ করেন, যারা মোটা অঙ্কের অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে নিজেদের দেশে নিয়ে যান, যে জায়গাটা আমরা দেশের ভেতরে যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পূরণ করতে পারছি না। এতে বোঝা যাচ্ছে, আমরা ডিগ্রিধারী সৃষ্টি করতে পারছি, কিন্তু দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি করতে পারছি না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যেসব বিষয়ে ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর চাহিদা তেমন বাজারে নেই। আর যেটার চাহিদা আছে, সেটার বিপরীতে মানবসম্পদ তৈরি করা যাচ্ছে না।

তিনি বলেন, একসময় অসংখ্য শিক্ষার্থী বিবিএ-এমবিএ করার জন্য উদগ্রীব ছিল। কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার জন্য যে ধরনের আগ্রহ, সরকারি বরাদ্দ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার ছিল, সেটি দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ এরই মধ্যে নিম্নমাধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ করতে যাচ্ছে এবং নি¤œমধ্যম থেকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে এগোচ্ছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। কিন্তু এগুলো করতে হলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যে বিষয়ে সেটি হচ্ছে মানসম্পন্ন শিক্ষা। সেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কৃষির আধুনিকায়ন ও সেবা খাতের অগ্রগতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা পালন করবে। সেজন্যই কারিগরি শিক্ষার ওপর এ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। দেশের তিনটি জেলায় এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

cpd.org.bd
cpd.org.bd
cpdbangladesh
CPDBangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি
ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৮১৫৬৯৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd

কারিগরি শিক্ষার বিদ্যমান পরিস্থিতি

২০৩০ সালের মধ্যে দেশের মোট মাধ্যমিক (এসএসসি, দাখিল ও বৃত্তিমূলক) পাস করা শিক্ষার্থীদের ২০ শতাংশকে কারিগরি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সরকার। এ লক্ষ্যে ৫৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৮৬ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ। এর বাইরে ২৩ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য। ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দুই লাখ ৪১ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য। কারিগরি প্রশিক্ষণের বিষয়ে আওয়ামী লীগের ২০২৪ সালের নির্বাচনের ইশতেহারেও জোর দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের পর থেকে বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। সেটা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি।

তবে শঙ্কার বিষয় হচ্ছে ঝরে পড়ার হারও বাড়ছে। আর কারিগরি শিক্ষায় স্নাতক পর্যায়ের ডিপ্লোমায় যে হারে ভর্তির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি পূরণ হচ্ছে না। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বিদ্যমান, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ কম। মোট শিক্ষা বাজেটের সাড়ে চার শতাংশের মতো এ খাতে বরাদ্দ হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার অন্যান্য খাতের বরাদ্দ কাটছাঁট ব্যতিরেকেই শিক্ষায় মোট বরাদ্দ বাড়ানোর মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি বাজেট বাস্তবায়নে সক্ষমতা বাড়ানোর ওপরও জোর দেওয়া হয়। কেননা বিগত কয়েক বছরে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর তাদের প্রাপ্ত বাজেট খরচ করতে পারেনি বলে বিশ্লেষণে উঠে আসে।

কারিগরি শিক্ষার চ্যালেঞ্জসমূহ

বক্তারা উল্লেখ করেন, দেশে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ত্রুটি ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, বিনিয়োগের স্বল্পতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি এবং দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের স্বল্পতা। জরিপে উঠে এসেছে, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন, তারা কারিগরি বিষয়ে ডিগ্রিধারী নন; বরং তারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে এসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ পাঠদান করতে পারছেন না।

সাতক্ষীরা সংলাপে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকারি কর্মকর্তাসহ নানা পেশার মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা সহজে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু তারা যে ধরনের কোর্স পড়তে চান, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ধরনের কোর্সে ভর্তির সুযোগ থাকে না। সাতক্ষীরায় কারিগরি শিক্ষার মান নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্টি থাকলেও অবকাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে অসন্তোষ রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষার জন্য যে ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার হয়, সে বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে।

জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থী যে বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, সে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশায় যেতে আগ্রহী। উদ্যোক্তা হওয়ার চিন্তা করেন খুবই কমসংখ্যক শিক্ষার্থী। এই শিক্ষা কতটা কার্যকর, সে প্রশ্নে অধিকাংশই বলেছেন যে, মোটামুটি কার্যকর। তবে স্থানীয় পর্যায়ে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি তেমন সহায়ক হচ্ছে না বলে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন।

কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে উচ্চ বেতনের চাকরি মিলছে না

পাস করে বের হওয়া শিক্ষার্থীরা দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে চাকরি পান ঠিকই, কিন্তু তাদের বেতন-ভাতা খুবই কম, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১০ হাজার টাকার নিচে। ফলে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে যদি ভালো আয়ের কর্মসংস্থান না হয়, সে ক্ষেত্রে সামনের দিনে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমে যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষার সঙ্গে চাকরির বাজারের কিছুটা অসামঞ্জস্য আছে। কারিগরি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ এখনো সন্তোষজনক নয়। এক্ষেত্রে আরও উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে জরিপে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন।

কারিগরি শিক্ষার উন্নতির পেছনে বড় বাধা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা উল্লেখ করেন, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে একটি বড় বাধা হচ্ছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এখনো কারিগরি শিক্ষায় ভালো মানের শিক্ষার্থীরা আসে না। এখনো এই শিক্ষাকে মনে করা হয়, এটি হচ্ছে মিস্ত্রি বানানোর শিক্ষা। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও ভালো শিক্ষার্থী ভর্তি করা এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি হয়নি। এক্ষেত্রে প্রশাসন যদি একটু উদ্যোগ নেয়, তাহলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। এছাড়া অভিভাবকরাও তেমন সচেতন নন, যা সমীক্ষাতেও উঠে এসেছে।

বক্তারা বলেন, কারিগরি শিক্ষার প্রতি সরকার যথেষ্ট নজর দিয়েছে। এরই মধ্যে নতুন কারিকুলাম এসেছে। তবে এ কারিকুলাম বিষয়ভিত্তিক নয়, দক্ষতাভিত্তিক। কারিগরি শিক্ষার শুরু থেকেই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৯৫ সাল থেকে চলমান এসএসসি ও এইচএসসি মৌলিক কারিকুলামের শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের সমপর্যায়ের সনদ দেওয়া হয়। ফলে সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে যেসব বিষয় রয়েছে, কারিগরি শিক্ষার্থীদেরও সেগুলো পড়তে হয়। পাশাপাশি তাদের অতিরিক্ত ট্রেড সাবজেক্টগুলোও পড়তে হয়। এছাড়া আত্মকর্মসংস্থান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িংয়ের মতো বিষয়গুলো বাড়তি পড়তে হয়। ফলে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষার্থীদের তুলনায় কারিগরি ক্ষেত্রের শিক্ষার্থীদের বেশি চাপ নিতে হয়। কিন্তু মানসম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তি না হওয়ায় ভালো ফলাফল অর্জন করা যাচ্ছে না।

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে নারীদের আগ্রহ নেই

বক্তারা জানান, জেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেখানে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ নেই বললে চলে। মূলত সামাজিক আচার এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় বলে তারা মনে

করেন। তবে পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ ভালো। সেখানে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ বেশি। এছাড়া কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নারী ও পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণ ভালো। তবে ইলেকট্রিক ও হাউস ওয়ারিং প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। সারাদেশেই মোটামুটি একই চিত্র। এক্ষেত্রে নারীরা যাতে নানামুখী প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎপাহিত হয়, সে বিষয়ে অভিভাবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

বক্তারা বলেন, দেশে প্রচুর সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। এই দুর্ঘটনা কমাতে বিদ্যমান গাড়ি চালকদেরও প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি চালকের সহকারীদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

সমাজের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে হবে

আলোচকরা বলেন, সমাজে 'কারিগর' শব্দটিকে একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয়, যে কারণে প্রশিক্ষণার্থীরা মনঃক্ষুণ্ণ হন। এক্ষেত্রে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে হবে। তাদের কারিগর বললে যাতে তারা কিছু মনে না করেন, সে ধরনের মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তারা বলেন, সৃষ্টিকর্তাকেও কারিগর বলা হয়। কাজেই কারিগর শব্দের অর্থ অনেক সম্মানের।

প্রশিক্ষণকে স্থানীয় চাকরির বাজারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে হবে

বক্তারা উল্লেখ করেন, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তা স্থানীয় চাকরির বাজারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই কারিগরি শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে চাইলে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মসংস্থানের বাজারের সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার সংশ্লেষ ঘটাতে হবে। যেমন সাতক্ষীরা অঞ্চলে কৃষি ও মৎস্য খাতের আধিক্য বেশি। তাই সেখানে এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। সাতক্ষীরা থেকে দেশের বাইরেও মৎস্য রপ্তানি হয়। ফলে এ মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হলে অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে।

স্বল্পশিক্ষিতদের বেকারত্ব ঘোচাতে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম

আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, দেশে বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে দেশের স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য নানা ধরনের হস্তশিল্প প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে। আর যারা উচ্চশিক্ষিত বেকার রয়েছেন, তাদের জন্য নানা ধরনের আইটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন।

কারিগরি শিক্ষার রোল মডেলদের সামনে আনতে হবে

স্থানীয় অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন, নাটক-সিনেমায় অনেক রোল মডেল দেখানো হয়। তারা সাধারণত সাধারণ শিক্ষার ওপর ফোকাস করে । কিন্তু কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে পড়ালেখা করে সমাজে বড় রোল মডেল হয়েছে, এমন নজির খুবই কম, যে কারণে এ শিক্ষার প্রতি মানুষের একটা নাক সিটকানো ভাব কাজ করে। অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতরা কোনো না কোনো চাকরি পেয়ে যায়, যে কারণে অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের কারিগরি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠাতেই বেশি আগ্রহী হন। বক্তারা উল্লেখ করেন, যারা প্রশিক্ষণ নেন তাদের অধিকাংশই ঘুরে ঘুরে শুধু প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন, কারণ প্রশিক্ষণে ভাতা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানোর বিষয়ে অধিকাংশেরই আগ্রহ নেই। এছাড়া শ্রমের মূল্য নির্ধারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন বক্তারা। তারা বলেন, দেশের ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াররা যখন বিদেশ যান তখন পেট্রোল পাম্পে কাজ করতেও তাদের দ্বিধা হয় না। কিন্তু দেশে কায়িক পরিশ্রমের মানুষকে ছোট নজরে দেখা হয়। এই মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। কারিগরি ক্ষেত্র থেকে যারা পাস করে বেরোচ্ছে, তাদের শ্রমের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের জন্য একটি ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নির্দিষ্ট করতে হবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মনিটর করতে হবে

প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কী করছে, সেটি মনিটরিংয়ের আওতায় আনতে হবে। প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা কি রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাকি কোনো কর্মসংস্থানে যুক্ত হচ্ছে, সেটি খেয়াল রাখতে হবে । এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ শেষে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে বলে পরামর্শ দেওয়া হয়। এ ছাড়া কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য একটি ডেটাবেজ তৈরি করতে হবে এবং সেটি জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর (বিএমইটি) সঙ্গে শেয়ার করতে হবে, যাতে বিএমইটি সম্ভাব্য কর্মীদেরকে বাছাই করে নিতে পারে। এছাড়া যারা কেবল ঘুরে ঘুরে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেড়ান, কিন্তু কোনো কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হন না, তারা যাতে নতুন নতুন প্রশিক্ষণে যুক্ত হতে পারেন, সেজন্য একটি ডেটাবেজ তৈরি করে তাদের বাছাই করতে হবে, যাতে একই ব্যক্তি বারংবার প্রশিক্ষণের সুযোগ না পান। বক্তারা উল্লেখ করেন, প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর যারা চাকরি পাচ্ছেন না, তারা কী কারণে চাকরি পাচ্ছেন না, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা আবশ্যক। বিশেষ করে যে প্রশিক্ষণটা দেওয়া হচ্ছে, সেটা কতটা মানসম্মত হচ্ছে, সে বিষয়টি নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

খাসজমি পুনর্বণ্টনের উদ্যোগ নিতে হবে

বক্তারা বলেন, সাতক্ষীরায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় ভূমি ব্যবস্থাপনা। জেলায় প্রচুর মৎস্য চাষ হয়, যে কারণে যুব উন্নয়ন থেকে মৎস্য চাষের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু

প্রশিক্ষণ নিয়ে মৎস্য চাষ করার জায়গা নেই। কারণ সাতক্ষীরায় প্রচুর খাসজমি আছে। আর সেসব জমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী মহলের কাছে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া। ফলে যুবকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে মৎস্য চাষের সুযোগ পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে তারা ভ‚মি ব্যবস্থাপনা নতুন করে সাজানোর ওপর জোর দেন। এর পাশাপাশি হিমায়িত মৎস্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। অথচ সাতক্ষীরার প্রধান রপ্তানি পণ্য হচ্ছে হিমায়িত মৎস্য। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত জনবল থাকলে সাতক্ষীরা থেকে সরাসরি মৎস্য রপ্তানি করা সম্ভব হতো বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। মৎস্যের পাশাপাশি আমসহ অন্যান্য পণ্যও হিমায়িতকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে বছরব্যাপী বাজারজাত করা উচিত বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

এ বিষয়ে সরকারি প্রতিনিধি জানান, এখন আর ৯৯ বছরের বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান নেই। সরকারি খাসজমি সর্বোচ্চ ৩০ বছরের জন্য বরাদ্দ দেওয়া যায় এবং প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট ফি দিয়ে তা নবায়ন করতে হয়।

স্থানীয় বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে

স্থানীয় আলোচকরা বলেন, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কারিকুলাম চালু আছে, তা কোনোভাবেই স্থানীয় শ্রমবাজারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই কারিকুলামটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। এছাড়া সাতক্ষীরা সুন্দরবন-সমৃদ্ধ একটি জেলা। এখানে নানা ধরনের জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীববৈচিত্র্য বদলে যাচ্ছে। ফলে মানুষের কর্মসংস্থানও বদলে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের যে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা রয়েছে, তার সঙ্গে স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনাকে যুক্ত করতে হবে। সেটা করতে না পারলে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে মোকাবিলা করা যাবে না। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে যেসব দক্ষ জনশক্তি রয়েছে, তাদের স্থানীয়ভাবে সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মেডিকেল সেক্টরে দক্ষ টেকনিশিয়ান সৃষ্টি করতে হবে

স্থানীয় আলোচকরা জানান, সাতক্ষীরায় অনেকগুলো বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। এসব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কিন্তু সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য দক্ষ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নেই। ফলে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। একই দিনে যদি কোনো বিষয়ে একাধিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করা হয়, তাহলে একেক রকম ফলাফল আসে। তাই দক্ষ টেকনিশিয়ানের ঘাটতি মেটাতে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। স্থানীয় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, সে বিষয়ে বিবেচনা করা আবশ্যক।

বনায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে

আলোচকরা জানান, সাতক্ষীরা বনায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে নানা ধরনের চারাকলম তৈরি হয়। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব চারা দেশের অন্যান্য স্থানেও বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু এই চারা তৈরির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ নেই। তাই তাদের যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, তাহলে জেলার বনায়নের উন্নতি হবে। তাছাড়া লবণাক্ততার কারণে জেলার অনেক স্থানে গাছ মরে যাচ্ছে। সেসব স্থানে লবণাক্ততা-সহিষ্ণু বৃক্ষ রোপণের উদ্যোগ নিতে হবে।

যুব কর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রবীণ কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিতে হবে

অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকরা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, তারা বয়সজনিত কারণে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু অবসরপ্রাপ্তদের অনেকের এখনো কাজ করার শারীরিক সক্ষমতা রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত এই অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠীকে কীভাবে উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত করা যায়, সে বিষয়ে ভেবে দেখার আহ্বান জানানো হয়। যুব কর্মসংস্থানের জন্য যেমন যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, তেমনি প্রবীণদের প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সংস্কার জরুরি

বক্তারা বলেন, সারাদেশের লাখ লাখ কারিগরি শিক্ষার্থীকে দেখভালের জন্য একটিমাত্র কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। ফলে কার্যক্রমে অনেক দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়। তাই কাজে গতি আনতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের পরামর্শ দেন বক্তারা। এর পাশাপাশি তারা উল্লেখ করেন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন উচ্চ পদে যারা আসীন হন, তারা সবাই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কারিগরি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পদে নিয়োগদানের সুপারিশ করা হয়।

বক্তারা বলেন, কারিগরি শিক্ষা যাতে কার্যকর হয়, সেজন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সেখানে সংযোজন করতে হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য চাকরির তুলনায় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে। তাহলে সবচেয়ে মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসতে আগ্রহী হবেন, যেমনটি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোয় ঘটে থাকে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, কারিগরি দক্ষতার প্রসার ঘটাতে হলে এ-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণে আগ্রহী মানুষ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল হতে পারেন।

কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক

বক্তারা উল্লেখ করেন, দেশে বর্তমানে সরকারের উদ্যোগে নানা ধরনের কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে টিটিসি, পলিটেকনিক, টিএসসি ও কলেজিয়েট স্কুলে নানা বিজনেস স্কুল । এই চারটি ধারার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সমন্বয় দরকার। এরপর নিচের দিকে বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় দরকার। এই জাতীয় ও স্থানীয় আঞ্চলিক সমন্বয়ের কাঠামোটা এখনো গড়ে ওঠেনি। এর ফলে জাতীয় পর্যায়ে যে ধরনের সাফল্য অর্জন করার কথা, তা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যমান যে ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে এখনো গতানুগতিক উপায়েই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে। এসব বিষয়ে শিক্ষকদের কীভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়ে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পের সঙ্গে যদি প্রশিক্ষণের একটি যোগসূত্র তৈরি করা যায়, তাহলে শিক্ষকরা শিল্পকারখানা পরিদর্শন করে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন। ফলে সে অনুযায়ী তারা প্রশিক্ষণ সাজাতে পারবেন।

সুন্দরবনে গমনকারী শিকারিদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে

স্থানীয় আলোচকরা জানান, সাতক্ষীরার একটি বড় অংশের মানুষের জীবিকা সুন্দরবন-নির্ভর। সুন্দরবনের পরেই রয়েছে বঙ্গোপসাগর। সাগরে অনেকে মৎস্য শিকার করতে যান। এছাড়া সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবিকা চলে। সুন্দরবনে মৎস্য আহরণও স্থানীয় জেলেদের প্রধান আয়ের উৎস। কিন্তু এসব মৌয়াল ও জেলেদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। ফলে তারা প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হন। বিশেষ করে বাঘের আক্রমণে অনেকে প্রাণ হারান। তাছাড়া জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেকে অপরিকল্পিতভাবে মধু সংগ্রহ করছেন। এতে মৌমাছির স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘিœত হচ্ছে। পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে বিষ প্রয়োগ করে সুন্দরবনের নদীগুলোয় মৎস্য আহরণ করা হয়। এতে জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় সুন্দরবনকেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহকারী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা আবশ্যক।

উপসংহার

সিপিডি বিশ্বাস করে, যদি স্থানীয় সমস্যা সমাধান করা যায়, তাহলে জাতীয় সমস্যা সমাধান করাও সম্ভব। সেই লক্ষ্যে বিগত দুই বছরে সিপিডি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে সংলাপের আয়োজন করেছে। এসব সংলাপের মূল উদ্দেশ্য স্থানীয় উন্নয়ন বেগবান করা। আর এ বিষয়টি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। আর সেটা করার জন্য শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা। দারিদ্র্য শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা, ক্ষুধার বিলুপ্তিসহ আরও যেসব লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, সেগুলো অর্জন করতে হলে অবশ্যই মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চয়তাবিধান করতে হবে। সেই মানসম্পন্ন শিক্ষার মধ্যে কারিগরি শিক্ষার বিষয়টি চলে আসে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছে। আর সেই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করতে হলে একটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতেই হবে । আর তা হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হলে কারিগরি শিক্ষার বিষয়টি এসে যায়। সেজন্যই দেশের অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য থেকে এই বিষয়টিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তারা জানান, ২০২৬ সালের পর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন ইউরোপের বাজারে ১২ শতাংশ শুল্ক পরিশোধ করে পণ্য রপ্তানি করতে হবে। ফলে একটি অসম প্রতিযোগিতায় পড়বে বাংলাদেশ। সেই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে অবশ্যই উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। সেটা করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাগুলো একত্র করে সরকারকে সে অনুযায়ী একটি বার্তা প্রদানের লক্ষ্যেই দেশের বিভিন্ন স্থানে এমন সংলাপের আয়োজন করা হচ্ছে। বক্তারা উল্লেখ করেন, আজ থেকে ১৫ বছর পর বর্তমানের অনেক প্রশিক্ষণ আর কার্যকর থাকবে না। তখন আইটিনির্ভর অনেক কিছু বাজার দখল করবে। সুতরাং আমরা যদি আগে থেকেই সেসব বিষয়ের পূর্বাভাস পাই, তাহলে আমাদের কাজগুলো এগিয়ে নেওয়া সহজ হয়।

সভাপতি

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন

জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

উন্মুক্ত আলোচনা

জনাব মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম

গবেষক

সম্মানিত আলোচক

জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর

জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা

জনাব মুহাম্মদ ফেরদৌস আরেফীন

অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, সাতক্ষীরা

জনাব মহানন্দ মজুমদার

অধ্যক্ষ, সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা

সম্মানিত অতিথি

শেখ মঈনুল ইসলাম মঈন

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সাতক্ষীরা

জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম

চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, সাতক্ষীরা

বিশেষ অতিথি

লায়লা পারভীন, এমপি

সদস্য, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

প্রধান অতিথি

জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান, এমপি

সদস্য, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সমাপনী বক্তা

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান

সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন : মোঃ মাসুম বিল্লাহ্

সিরিজ সম্পাদনায় : অভ্র ভট্টাচার্য

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs bdplatform4sdgs

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা

ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৫০০১৯৯০, ৫৮১৫৬৯৮৩ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net